নব দিবাকর

এল বাংলা নতুন বছর,
প্রতি বছর যেমন আসে,
দোকান দারের হাল খাতা
আর একটা দুটো গানের আসর।
বাঙ্গালি আর বাংলা বছর
মনে পড়ে একটা দিন ই।

পরদিন যদি জিজ্ঞেস কর,
‘‘দাদা আজ বাংলা তারিখ কতো?’’
মাথা চুল্‌কে, হিসেব করে,
ইংরেজি ক্যালেন্ডার দেখে,
বলবে, ‘‘আজ পনের এপ্রিল,
তাহলে বোধ হয়, বাংলা দুই বা তিন’’।

প্রশ্ন করলে,
এক নিমেষেই বলতে পারি –
এপ্রিল ফুল, ভ্যালেন্টাইন্স ডে,
বড়দিন বা নিউ ইয়ার্স ডে।

বাংলা তারিখ, বাংলা কথা,
বাংলা পোশাক, বা-ালী আচার,
বল্‌লে, পর্‌লে, মান্‌লে প’রে,
সন্দেহ হয় শিক্ষিত কি?

পরের জিনিস নকল করি,
মনে ভারি গর্ব হয়,
বুঝি আমি এতদিনে
সভ্য লোকের মত হলাম।

হায়রে আমার বাংলা মায়ের বঙ্গ সন্তান,
মায়ের জন্য একটি বারও পরান টা তোর
কাঁদে না কি?
কখনো কি মনের ভুলেও
‘মা’ বলে তুই ডাকিস না কি?
ঘুমের ঘোরে কখনো কি
মায়ের কান্না শুনে জেগে উঠিস?

ঘুম ভেঙ্গে তুই দেখ্‌রে চেয়ে
আবার একটা নতুন সূর্য –
তোর ঘরের কোনে মারছে উঁকি,
বল্‌ছে সে তোর কানে কানে,
পশ্চিমে নয় পুবের দিকে,
রা-িয়ে দিয়ে তোদের আকাশ
সঙ্গে নিয়ে নবীন বাতাস
আসব ফিরে বারে বারে
জাগিয়ে দিতে তোদের আবার।
তোল সাজিয়ে মাকে আবার।

বিশ্ববাসী দেখুক চেয়ে –
সবার সেরা – ‘‘ বঙ্গ আমার, জননী আমার’’ ।

—— **কপিল বিশ্বাস**

কবিতাটি 2004 এর May মাসে,(১৪১১) লেখা হয়েছিল এবং আন্দামান থেকে প্রকাশিত,

‘দ্বীপ বাংলা’ ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ১৪১৩ নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।